ইকফাই ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি,মানসিক হাসপাতালের সহায়তায় বিশ্রাম ফিরে পেল স্মৃতি শক্তি

কামালঘাট, ২৭ ডিসেম্বর ঃ ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরা উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি নিষ্ঠার সাথে সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ ও আগরতলা মানসিক হাসপাতালের সহায়তায় ঝাড়খণ্ডের মানসিক ভারসাম্যহীন বিশ্রাম ভগৎ ফিরে পেল স্মৃতি শক্তি এবং তার নাম ঠিকানা ও পরিবার। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আনুমানিক প্রায় ছয় বছর পূর্বে ঝাড়খণ্ডের গুমলা ঘাগড়া গ্রাম নিবাসী বিশ্রাম ভগৎ কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে আগরতলায় আসে। বহু প্রচেষ্টার পরেও সে কোনো কর্মসংস্থানের সন্ধান না পেয়ে হন্যে হয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে মানসিকভাবে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এমতাবস্থায় একদিন আগরতলার কোনো একটি পুলিশ স্টেশনে বিশ্রাম করছিলো। পুলিশ তার মধ্যে শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অসংলগ্নতা দেখতে পেয়ে সরকারি মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। সে থেকে তার চিকিৎসা চলতে থাকে আগরতলা সরকারি মানসিক হাসপাতালে। ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীরা আগরতলা নরসিংগড়স্থিত মানসিক হাসপাতালে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসের জন্য যায়। গত ১১ নভেম্বর ক্লিনিক্যাল প্র্যাক্টিস-এরসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্টা শিক্ষিকা ডঃ নমিতা বসু এবং ফিম ফিল ইন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি পাঠরত ছাত্রী গ্রেস কুজুর ও অন্যান্য ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সহপাঠীগণ মিলে বিশ্রম-এর কাউন্সেলিং শুরু করে। ইংরেজি বা বাংলা ভাষা ওর বোধগম্য হচ্ছিল না। সে অল্প বিস্তর হিন্দি বুঝতো। শ্রীমিত গ্রেস বিশ্রামের ভাষা শুনে বুঝতে পারে এবং সে ওই ভাষাতেই কাউন্সেলিং শুরু করে। বিশ্রাম ধীরে ধীরে কাউন্সেলিং এবং চিকিৎসায় সারা দিতে থাকে। এই অবস্থায় শ্রীমতি গ্রেস ও সহপাঠীগণ মিলে সোশ্যাল মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে বিশ্রামের পরিচয় খোঁজার চেষ্টা করতে থাকে। ইতিমধ্যে বিশ্রামের মানসিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে এবং বিশ্রাম জানায় যে তার বাড়ি ঝাড়খণ্ডে। সে বিবাহিত এবং তার স্ত্রী অনেক আগেই তাকে ছেড়ে চলে গেছে। তার এক মেয়ে বিবাহিতা। সে কিছুতেই মনে করতে পারছিলেন না ঝাড়খণ্ডের কোথায় তার বাড়ি। শ্রীমতি গ্রেস ও সহপাঠীগণ সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্রামের ঠিকানা বের করতে সমর্থ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের ছাত্রীরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে জানতে চায় যে বিশ্রাম কে এখন বাড়িতে পাঠানো যাবে কি না? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাতে সম্মতি দেয় কিন্তু তার প্রয়োজনী ওষুধ চলতে থাকবে। পরবর্তী সময়ে ঝাড়খণ্ডের পুলিশ এবং আগরতলা পুলিশের সহায়তায় গত ২৩ শে ডিসেম্বর বিশ্রামের বাড়ির লোকজন এসে বিশ্রামকে তার বাড়ির উদ্দেশ্যে নিয়ে যায়। বিশ্রামের পরিবারের পক্ষ থেকে মানসিক হাসপাতাল এবং ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ করে শ্রীমতি গ্রেস ও সহপাঠীগণ-এর ভূয়সী প্রশংসা করা হয়।

0.17.5

0.16.7 Ajker Fariyad 28/12/19 17.5 x 16.7 cm

DAINIK SAMBAD Dt. 29.12.19. Page-3

8.5 Cm.

মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে সুস্থ করে পাঠানো হলো বাড়িতে

আগরতলা

২৮ ডিসেম্বর : ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ ও আগরতলা মানসিক হাসপাতালের সহায়তায় ঝাড়খণ্ডের এক মানসিক ভারসামাহীন ফিরে পেলো তার পরিবার।

কাজের সন্ধানে রাজ্যে এসে ছয় বছর আগে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে বিশ্রাম ভগৎ। পরে পুলিশ তাকে পাঠায় নরসিংগড়স্থিত মানসিক হাসপাতালে। আর তখনই ইকফাইয়ের সাইকোলজি বিভাগের অধ্যাপিকা ও ছাত্রছাত্রীদের নজর পড়ে তার উপর। দীর্ঘ কাউন্সিলিং ও হাসপাতালের চিকিৎসায় সাড়া দিয়ে অনেকটাই সুস্থ হওয়ায় তার ঠিকানা জানতে পারে অধ্যাপিকা ও ছাত্রছাত্রীরা। পরে সোশ্যাল মিডিয়ার সাহায্যে তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে ২৩ ডিসেম্বর বিশ্রাম ভগৎকে তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

6 cm.

মানসিক ভারসাম্যহীন বিশ্রাম ভগৎ ফিরে পেল স্মৃতি শক্তি এবং তার নাম ঠিকানা ও পরিবার

আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।।ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরা উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি নিষ্ঠার সাথে সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্ম প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ ও আগরতলা মানসিক হাসপাতালের সহায়তায় ঝাড়খণ্ডের মানসিক ভারসাম্যহীন বিশ্রাম ভগৎ ফিরে পেল স্মৃতি শক্তি এবং তার নাম ঠিকানা ও পরিবার। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আনুমানিক প্রায় ছয় বছর আগে ঝাড়খণ্ডের গুমলা মহকুমার ঘাগড়া গ্রাম নিবাসী বিশ্রাম ভগৎ কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে আগরতলায় আসে। বহু প্রচেষ্টার পরেও সে কোন কর্মসংস্থানের সন্ধান না পেয়ে হন্যে হয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এমতাবস্থায় একদিন, আগরতলার কোন একটি পুলিশ স্টেশন-এ বিশ্রাম করছিলো। পুলিশ তার মধ্যে শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অসংলগ্নতা দেখতে পেয়ে সরকারি মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। সে থেকে তার চিকিৎসা চলতে থাকে আগরতলা সরকারি মানসিক হাসপাতালে। ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীরা আগরতলা নরসিংগড়স্থিত মানসিক হাসপাতালে ক্লিনিক্যাল প্র্যাক্টিস এর জন্য যায়। গত ১১ই নভেম্বর ক্লিনিক্যাল প্র্যাক্টিস এর সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষিকা ডঃ নমিতা বসু এবং এম ফিল ইন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি পাঠরত ছাত্রী শ্রীমতি গ্রেস কুজুর ও অন্যান্য ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সহপাঠিগণ মিলে বিশ্রাম-এর কাউন্সেলিং শুরু করে। ইংরেজি বা বাংলা ভাষা ওর বোধগম্য হচ্ছিল না। সে অল্পবিস্তর হিন্দি বোঝতো। শ্রীমতি গ্রেস বিশ্রামের ভাষা শুনে বুঝতে পারে এবং সে ওই ভাষাতেই কাউন্সেলিং শুরু করে। বিশ্রাম ধীরে ধীরে কাউন্সেলিং এবং চিকিৎসায় সাড়া দিতে থাকে। এই অবস্থায় শ্রীমতি গ্রেস ও সহপাঠিগণ মিলে সোশ্যাল মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে বিশ্রামের পরিচয় খোঁজার চেষ্টা করতে থাকে। ইতিমধ্যে বিশ্রাম এর মানসিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে এবং বিশ্রাম জানায় যে তার বাড়ি ঝাড়খণ্ডে। সে বিবাহিত এবং তার স্ত্রী অনেক আগেই তাকে ছেড়ে চলে গেছে। তার এক মেয়ে বিবাহিতা। সে কিছুতেই মনে করতে পারছিলো না ঝাড়খণ্ডের কোথায় তার বাড়ি। শ্রীমতি গ্রেস ও সহপাঠিগণ সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্রামের ঠিকানা বের করতে সমর্থ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের ছাত্রীরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে জানতে চায় যে বিশ্রামকে এখন বাড়িতে পাঠানো যাবে কিনা? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাতে সম্মতি দেয়। কিন্তু তার প্রয়োজনীয় ওষুধ চলতে থাকবে। পরবর্তী সময়ে ঝাড়খণ্ডের পুলিশ এবং আগরতলা পুলিশের সহায়তায় গত ২৩শে ডিসেম্বর বিশ্রামের বাড়ির লোকজন এসে বিশ্রামকে তার বাড়ির উদ্দেশ্যে নিয়ে যায়। বিশ্রামের পরিবারের পক্ষ থেকে মানসিক হাসপাতাল এবং ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ করে শ্রীমতি গ্রেস ও সহপাঠিগণ এর ভূয়সী প্রশংসা করা হয়।

17 Cm

Syandan Patrika Dt:- 29/12/19

8 cm.

Tripura Times Dt:- 28/12/19

ICFAI promoting higher edu

Agartala, Dec 27: The ICFAI University Tripura is promoting higher education along with social responsibilities. Recently one mentally imbalanced Mr. Bishram Bhagat of Jharkhand get recall back his memory, name, address and family with the counseling help of Clinical Psychology department of ICFAI University Tripura besides clinical treatment of Mental hospital Agartala.

It is to be mentioned here that at about six years back Mr. Bishram Bhagat of Ghagra village, district Gumla of Jharkhand came to Agartala for searching a job. After many attempts he was unable to find a job and was wondering around looking for no employment.

He lost his total mental balance and become sick. One day by any how he reached in a police station at Agartala. The police people observed some inconsistency of his physical and mental condition and admitted him in to the Government Mental Hospital for necessary treatment. Since then treatment was going on.

The Teachers and students of Clinical psychology department of ICFAI University used to undergo for clinical practice in Agartala Mental Hospital in a regular practice.

15.5 cm.

5.3 Cm.